অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন
এবং আয় বৃদ্ধিকরণ ভ্যাল্যু চেইন প্রকল্প

যশোরে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে নীরব বিপ্লব

অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায়:
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্প বাস্তবায়নে:
জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন
এবং আয় বৃদ্ধিকরণ ভ্যালু চেইন প্রকল্প

যশোরে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে নীরব বিপ্লব

অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তায়:
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকল্প বাস্তবায়নে:
জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

প্রকাশকাল

এপ্রিল-২০১৩

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ মসিয়ার রহমান
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ফেডেক প্রকল্প, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

মোঃ সেলিম হোসেন
টেকনিক্যাল অফিসার, ফেডেক প্রকল্প, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

মোঃ মিজানুর রহমান
এরিয়া ম্যানেজার, যশোর এরিয়া, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

মোঃ আব্দুস সামাদ
সহকারী হিসাব কর্মকর্তা, কেন্দ্রীয় অফিস, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

সহযোগিতায়ঃ টিম অরেঞ্জ কমিউনিকেশন

প্রকাশক

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক সহায়তায় Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন "অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয় বৃদ্ধিকরণ ভ্যালু চেইন প্রকল্প" এর আওতায় জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত।

তথ্য সূত্রঃ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া জেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক সমকাল ও দৈনিক কালের কণ্ঠ।

বাণী

"কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্য বিমোচন"- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর এ লক্ষ্যের সাথে একাত্ম হয়ে জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশন পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে ও অন্যান্য সহায়তায় পরিচালিত প্রায় সবগুলো কর্মসূচী ও প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথেই জড়িত রয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় উদ্যোক্তাদের পূর্ণকালীন কর্মসংস্থান ও মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ত্বরান্বিতকরণে পিকেএসএফ কর্তৃক ২০০১ সালে চালু হওয়া ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথেও জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশন শুরু থেকেই জড়িত রয়েছে।

ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাজমান সম্ভাবনাময় উপ-খাতের উন্নয়নে পিকেএসএফ ২০০৮ সালে একটি বিশেষায়িত প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে। সম্ভাবনাময় উপ-খাতের সম্প্রসারণে এ খাতসমূহে বিরাজমান সমস্যা দূরীকরণ ও সংশ্লিষ্ট উপ-খাত উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করতে পিকেএসএফ এ প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্যালু চেইন (সরবরাহ ধারাবাহিকতা) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

এই কার্যক্রমের আওতায় জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশন পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে ও সহায়তায় যশোর জেলার সদর উপজেলায় **"অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয় বৃদ্ধিকরণ"** শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

অটোমোবাইল শিল্পে বাংলাদেশ অনেক বেশি পশ্চাৎপদ। এ শিল্পের বিকাশ নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার পাশাপাশি অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম। অত্যন্ত সময়োপযোগী এ সরবরাহ ধারাবাহিকতা উন্নয়ন প্রকল্প উক্ত খাতে দক্ষ মানবশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে অটোমোবাইল শিল্পের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশন এ প্রকল্পের মূল্যায়নভিত্তিক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি।

কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
সভাপতি
পরিচালনা পর্ষদ
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ'র ভ্যাল্যু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে যশোরে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপের নীরব বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

যশোরের আটোমোবাইল খাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসাবে সারাদেশে পরিচিত পেয়েছে। যশোর এবং এর পাশ্ববর্তী এ ক্লাস্টার জোনে প্রায় ২০০০ ওয়ার্কশপে প্রায় ৪০০০০ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যশোর অটোমোবাইল খাতকে একটি বৃহত্তর শিল্পখাত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এ খাতের সাথে জড়িত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পিকেএসএফ-এর ফেডেক প্রকল্পের অর্থায়নে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন যশোর সদর **"অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধিকরণ"** শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০০ জন ইঞ্জিন মেরামতকারী ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা এবং শ্রমিককে প্রকল্পের আওতাভূক্ত করে প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক উপকরণ প্রদান করা হয়েছে, একই সাথে ৫০ জনকে বিভিন্ন ওয়ার্কশপে শিক্ষানবীশ হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আমি আশা করি এ প্রশিক্ষণ থেকে উদ্যোক্তারা উপকৃত হবেন এবং ওয়ার্কশপ গুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রচলনের মাধ্যমে কাজের গুনগতমান বৃদ্ধি পাবে এবং উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে। দেশে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীতে এ প্রকল্পের কার্যক্রম ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে ।

আজাদুল কবির আরজু
নির্বাহী পরিচালক
জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন

অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয় বৃদ্ধিকরণ ভ্যালু চেইন প্রকল্প

যশোরে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে নীরব বিপ্লব

“ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) -এর কারিগরি সহায়তায় Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আওতায় জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন যশোরে বিভিন্ন অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে কর্মরত উদ্যোক্তা এবং শ্রমিকদের দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে এগিয়ে এসেছে। ”

দুমড়ানো-মুচড়ানো জরাজীর্ণ চেহারার একটি গাড়ি মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে আবারো রাস্তা দাপিয়ে বেড়ায় সম্পূর্ণ নতুন চেহারা নিয়ে। পুনর্জীবন পেয়ে টিকে থাকে বছরের পর বছর। সুনিপুণ কারিগরি দক্ষতায় এমনটি সম্ভব করে তোলেন যশোরের অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ শ্রমিকরা। নামকরা কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সুপরিসর ক্যাম্পাসে নয়, এ নৈপুণ্য তারা অর্জন করেছেন গ্যারেজের আলো-আঁধারি ছাউনিতে; গুরু-শিষ্য পরম্পরায়।

টুংটাং শব্দ সারাদিন। হাতুড়ি, ছেনি দিয়ে লোহার পাত কাটা। সব কিছু চলছে ম্যানুয়ালি। এভাবে একটি বাস কিংবা ট্রাকের বডি তৈরি করছেন মিস্ত্রিরা। জাপানিজ হিনো কিংবা মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়ির বডি তৈরি হচ্ছে যশোরে। চোখে একবার বডি দেখলেই তার আদলে তৈরি হচ্ছে। বছরে এখানে কাজ হচ্ছে প্রায় ৪শ’

কোটি টাকার, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বাস-ট্রাকের ইঞ্জিনটাই শুধু আসছে বাইরে থেকে। বডি তৈরি, ডেন্টিং-পেইন্টিংসহ বাকি সব কাজই হচ্ছে স্থানীয়ভাবে। এ কাজ করছে বিভিন্ন অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ। গড়ে উঠেছে দুই হাজার ওয়ার্কশপ। কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার মানুষের। মোটরগাড়ির বডি ও যন্ত্রাংশ বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি করে দেশের মোট চাহিদার একটি বড় অংশ পূরণ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে গতিশীল হচ্ছে দেশের জাতীয় অর্থনীতির চাকা।

ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ যে কোনো মোটর পার্টস খুব সহজে ও সস্তায় পেতে হলে যশোরের বিকল্প নেই। সবই যশোরে তৈরি ও বিক্রি হয়। সেখানে এমন যন্ত্রাংশ মেলে যা খোদ মোটরগাড়ির কোম্পানি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাস নির্মাতা ভলবো কোম্পানি সর্বোচ্চ টেকনোলজি কিংবা রোবট ব্যবহার করে একটি বাসের বডি তৈরি করতে এক মাস সময় নিলেও যশোরে সময় লাগে সর্বোচ্চ এক সপ্তাহ। এজন্য কোনো অভিজ্ঞ বা অটোমোবাইল প্রকৌশলীর দরকার নেই। অভিজ্ঞ একজন মিস্ত্রির পক্ষেই তা সম্ভব। একজন মিস্ত্রির অধীনে দু/তিনজন সহকারী থাকে। একেকজন মিস্ত্রির কাজের ওপর নির্ভর করে তার সুনাম, খ্যাতি আর

“একটি বাস কিংবা ট্রাকের বডি তৈরি করছে মিস্ত্রিরা। জাপানিজ হিনো কিংবা মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়ির বডি তৈরি হচ্ছে যশোরে। চোখে একবার বডি দেখলেই তার আদলে তৈরি হচ্ছে। বছরে এখানে কাজ হচ্ছে প্রায় ৪শ' কোটি টাকার, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বাস-ট্রাকের ইঞ্জিনটাই শুধু আসছে বাইরে থেকে। বডি তৈরি, ডেন্টিং-পেইন্টিংসহ বাকি সব কাজই হচ্ছে স্থানীয়ভাবে। এ কাজ করছে বিভিন্ন অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ। গড়ে উঠেছে দুই হাজার ওয়ার্কশপ।”

যশোরে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

পারিশ্রমিক। তারা কেবল গাড়ির বডি তৈরি নয়, গাড়ির ইঞ্জিনও বানাতে পারেন।

সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা জানান, অর্ধশতাব্দী বছর আগেই যশোরে মোটর ওয়ার্কশপের যাত্রা শুরু। গত শতকের ৯০ দশকের প্রথম দিকে শুরু হয় অটোমোবাইল ওয়ার্কশপের কার্যক্রম। পরে একটি বিকাশমান শিল্প হিসেবে দ্রুত এটির বিস্তার ঘটে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ছাড়িয়ে সারা দেশেই যশোরের অটোমোবাইল ওয়ার্কশপগুলো হয়ে ওঠে প্রসিদ্ধ। বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণ বা তত্ত্বগত জ্ঞান ছাড়াই এখানকার ওয়ার্কশপ শ্রমিকরা অগ্রজ মিস্ত্রিদের কাজ আর নিজেদের মেধা খাটিয়ে এ বিষয়ে অর্জন করেছেন অসাধারণ দক্ষতা।

"যশোরের অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ সেক্টরে সরকারি কোনো পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলেও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।"

ওয়ার্কশপ মালিকরা বিভিন্ন ব্যাংকে ধরনা দিলেও তেমন সাড়া পাননি। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে পৃথিবীর যেকোনো দেশের যেকোনো মডেলের গাড়ির বডি তৈরি করে বিদেশে রফতানি করা সম্ভব বলে জানালেন সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা। যা থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। তবে এ মূহুর্তে যশোরের অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ সেক্টরে সরকারি কোনো পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলেও পিকেএসএফ'র কারিগরি সহায়তায় অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা ও আয় বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়। প্রকল্পের মাধ্যমে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আওতায় জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন যশোরে বিভিন্ন অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে কর্মরত উদ্যোক্তা এবং শ্রমিকদের দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে এগিয়ে এসেছে।

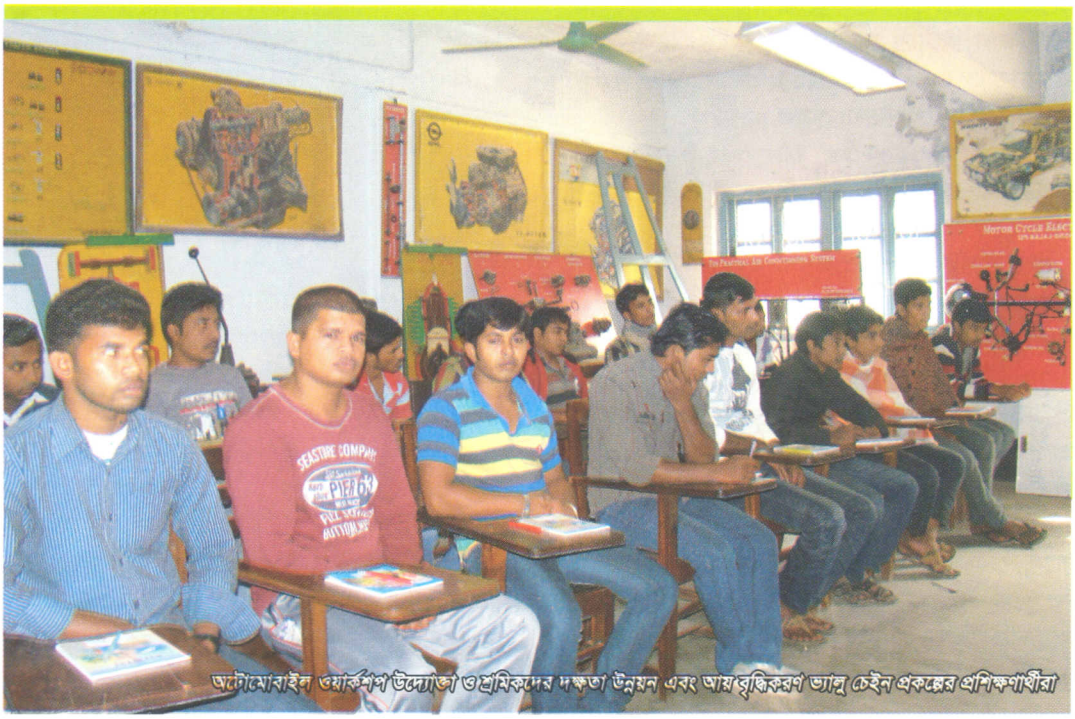

অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয় বৃদ্ধিকরণ ভ্যালু চেইন প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীরা

অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয় বৃদ্ধিকরণ ভ্যালু চেইন প্রকল্পের কর্মশালায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

জাগরণী চক্রের উদ্যোগে যশোরের অটোমোবাইল খাতের বিভিন্ন প্রকারের ওয়ার্কশপের সঙ্গে জড়িতদের আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে। দিচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান। সম্ভাবনাময় অটোমোবাইল খাতকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য উদ্যোক্তাদের ৫০ হাজার থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয় পিকেএসএফ'র ফেডেক 'প্রকল্পের আওতায় অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয় বৃদ্ধিকরণ ভ্যালু চেইন প্রকল্প'র মাধ্যমে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন। পাশাপাশি উদ্যোক্তা এবং শ্রমিকদের আধুনিক যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয় ও এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দিতে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

> **“ সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এর বাইরে যশোর শহর ও আট উপজেলা মিলিয়ে ওয়ার্কশপ রয়েছে প্রায় এক হাজার ৮শ'। এসব ওয়ার্কশপে প্রতি মাসে তিন শতাধিক বাস ও দুই শতাধিক ট্রাকের বডি তৈরি হয়।”**

যশোর অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতি জানায়, তাদের সমিতির সদস্য সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। এর বাইরে যশোর শহর ও আট উপজেলা মিলিয়ে ওয়ার্কশপ রয়েছে প্রায় এক হাজার ৮শ'। এসব ওয়ার্কশপে প্রতি মাসে তিন শতাধিক বাস ও দুই শতাধিক ট্রাকের বডি তৈরি হয়। আর মেরামত কাজ যে কী পরিমাণ হয় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এর মাধ্যমে এখানে বছরে ৪০০ কোটি টাকারও বেশি লেনদেন হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও যশোরের অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক-শ্রমিকরা বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু একটি পেশাজীবী শ্রেণীরই যেন প্রতিনিধিত্ব করছেন। প্রযুক্তির ব্যবহারে তারা অনেক পিছিয়ে। পিকেএসএফ'র ফেডেক 'প্রকল্পের আওতায় অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয় বৃদ্ধিকরণ ভ্যালু চেইন প্রকল্প' থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে

যশোরে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কথা বলছেন পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

"বর্তমানে শহরতলির বকচর, মুড়লি, রাজারহাট, পুলেরহাট, চাঁচড়া, ঝিকরগাছা, কেশবপুর এলাকায় সহস্রাধিক ওয়ার্কশপে গাড়ির বডি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামত করা হচ্ছে। যশোর জেলা অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতি সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে তাদের রেজিস্ট্রেশনকৃত ১৮০০ ওয়ার্কশপ রয়েছে। ওই সব ওয়ার্কশপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী জড়িত।"

এখন আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখেছেন। এতে তাদের শারীরিক শ্রম যেমন কমেছে, তেমনি দুর্ঘটনার ঝুঁকিও অনেক কমে গেছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রায় ৬০ বছর আগে পঞ্চাশের দশকে যশোরে বাস চলাচল শুরু হয়। সে সময় ইংল্যান্ডের ডজ, বেডফোর্ড, চেভারলেট গাড়ি কিনে অবাঙালিরা পরিবহন ব্যবসা শুরু করে। হ্যান্ডলের সাহায্যে স্টার্ট করা নাক লম্বা ওই সব বাস সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায় বিদেশ থেকে সে সময় আমদানি করা হতো। এ বাসের বডি এক সময় নষ্ট হয়ে গেলে বাসগুলো অচল হয়ে পড়তো। এর কারণ হচ্ছে, সে সময় যশোরে বডি মেরামতের কোনো ওয়ার্কশপ ছিল না। একপর্যায়ে আজাহার মিস্ত্রি, বারেক মিস্ত্রি, পানজাতন মিস্ত্রি নামের কয়েকজন অবাঙালি গাড়ির বডি মেরামতের জন্য এগিয়ে আসেন। তারা শহরের চিত্রা সিনেমা হল এলাকায় ওয়ার্কশপ খোলেন। সেই থেকে যশোরে বাসের বডি তৈরির কাজ শুরু। একপর্যায়ে ওই এলাকাটি শুধু গ্যারেজ আর মিস্ত্রির কারণে নামকরণ করা হয় মিস্ত্রিখানা রোড। স্বাধীনতার পর আবদুল মান্নান ও জাহাঙ্গীর হোসেন নামের দুই বাঙালি বডি মিস্ত্রির খাতায় নাম লেখান। আশির দশকে দেশে অত্যাধুনিক বাস চলাচল শুরু হলে

১৯৯০ সালে বডি তৈরির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে। মিস্ত্রিখানা রোডের ওয়ার্কশপগুলো বকচর এলাকায় সরে যায়। বর্তমানে শহরতলির বকচর, মুড়লি, রাজারহাট, পুলেরহাট, চাঁচড়া, ঝিকরগাছা, কেশবপুর এলাকায় সহস্রাধিক ওয়ার্কশপে গাড়ির বডি ছাড়াও অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামত করা হচ্ছে। যশোর জেলা অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতি সূত্রে জানা যায়, বর্তমানে তাদের রেজিস্ট্রেশনকৃত ১৮০০ ওয়ার্কশপ রয়েছে। ওই সব ওয়ার্কশপে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী জড়িত। ওই সব ওয়ার্কশপে বর্তমানে হিনো নরমাল কোচ, আরএম টু, ভলবো এসি কোচ ছাড়াও সব ধরনের বাসের বডি তৈরি হচ্ছে। এসবের পাশাপাশি ট্রাকের বডি, কেবিন ও কনটেইনার তৈরি হচ্ছে। ওয়ার্কশপ মালিকরা জানান, তারা বিদেশি মানের সব ধরনের বডি তৈরি করতে পারেন। বিদেশি বাসের বডির দাম ১০ লাখ টাকা। তারা স্থানীয়ভাবে আরো মজবুত যে বডি তৈরি করেন, তাতে খরচ পড়ে অর্ধেক। অর্থাৎ পাঁচ লাখ টাকা। এ ছাড়া বাসের যেসব যন্ত্রপাতির বেশি দাম কিংবা দুষ্প্রাপ্য সেসব যন্ত্রপাতিও ওয়ার্কশপে স্থানীয় মিস্ত্রিরা তৈরি করছেন। কিন্তু মিস্ত্রিদের উন্নত কোনো প্রশিক্ষণ নেই। এমনকি আধুনিক কোনো যন্ত্রপাতিও নেই। ছেনি, হাতুড়ি, শান মেশিন, ওয়েল্ডিং মেশিনই ভরসা। ওইসব যন্ত্রপাতি দিয়ে মিস্ত্রিরা হাতেই তৈরি করছেন বিলাসবহুল কোচ। বকচরের শাহিন ওয়েল্ডিং ওয়ার্কশপের মালিক শাহিন কবীর। তিনি প্রতিমাসে ৫/৬টি বাসের বডি তৈরি করেন। শাহিন নিজেও মিস্ত্রি। তিনি আবদুল মান্নান ওস্তাদের কাছে বডি তৈরির কাজ শিখেছেন। শাহিন বলেন, আমাদের সমস্যার শেষ নেই।

> “ বিদেশি বাসের বডির দাম ১০ লাখ টাকা। তারা স্থানীয়ভাবে আরো মজবুত যে বডি তৈরি করেন, তাতে খরচ পড়ে অর্ধেক। অর্থাৎ পাঁচ লাখ টাকা। ”

সংশ্লিষ্টরা বলেন, আমরা একটি শিল্পপার্ক করার জন্য সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারবার

যশোরে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে আধুনিক যন্ত্রপাতি দেখছেন পিরেএসএফ'র চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

যোগাযোগ করেও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে সামনে এগোতে পারিনি। বিদ্যুৎ সমস্যা ও লোহাজাত পণ্যের অগ্নিমূল্যের কারণে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। যশোর জেলা অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতির সভাপতি বললেন, 'আমরা হেলিকপ্টার-প্লেন দেখেই তৈরি করে দিতে পারি। কিন্তু আমরা কোনো ব্যাংকঋণ পাই না। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নেই, গ্যাস নেই। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও উন্নত প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। আবাসিক এলাকায় আমাদের ওয়ার্কশপে কাজ করতে অসুবিধা হয়। আমরা ওইসব সমস্যার সমাধান ছাড়াও পৃথক একটি জায়গায় ওয়ার্কশপগুলো সরিয়ে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাচ্ছি। ওয়ার্কশপ মালিকদের সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে গত বছর আগস্টে মালিক সমিতি ও বিআরএন এক সেমিনারের আয়োজন করে। ওই সেমিনারে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের অধীনে এ খাতটিকে আরো সমৃদ্ধ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এ অঞ্চলে একটি শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ছাড়াও জরুরি ভিত্তিতে সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু সমস্যাগুলো রয়ে গেছে। এ ব্যাপারে যশোর জেলা বাস মালিক সমিতির সভাপতি বলেন, যশোরে তৈরি বাসের বডি খুবই উন্নতমানের। অন্য জেলার

"ঢাকার যেকোনো ওয়ার্কশপে একটি হিনো গাড়ির বডি তৈরিতে খরচ হয় ১৩ লাখ টাকা। অথচ যশোরে এটি আট লাখ টাকায় তৈরি করা হয়। ১৫১২ মডেলের একটি টাটা গাড়ি বডি ঢাকায় তৈরি করতে ১২ লাখ টাকা খরচ হয়।"

যশোরে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কথা বলছেন পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

ফেডেক প্রকল্পের প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও আধুনিক টুলবক্স বিতরণ অনুষ্ঠান

মালিকরাও এখন থেকে বডি তৈরি করে নিয়ে যাচ্ছেন। পরিবহন ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সম্ভাবনাময় এ খাতটিকে অবশ্যই সহযোগিতা করা প্রয়োজন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

যশোর অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহিন কবীর জানান, ঢাকার যেকোনো ওয়ার্কশপে একটি হিনো গাড়ির বডি তৈরিতে খরচ হয় ১৩ লাখ টাকা। অথচ যশোরে এটি আট লাখ টাকায় তৈরি করা হয়। ১৫১২ মডেলের একটি টাটা গাড়ি বডি ঢাকায় তৈরি করতে ১২ লাখ টাকা খরচ হয়। যশোরে যা করা হয় মাত্র সাত লাখ টাকায়। একইভাবে ঢাকায় মিনিবাসের বডি তৈরিতে আট লাখ টাকা লাগলেও যশোরের ওয়ার্কশপে পাঁচ লাখ টাকায় তা তৈরি করা হয়। ট্রাকের বডি তৈরি করতে ঢাকার ওয়ার্কশপগুলো চার লাখ টাকা নিয়ে থাকে। অন্য দিকে যশোরে এটি তৈরি হয় মাত্র দুই লাখ ৮০ হাজার টাকায়। আর পাঁচ লাখ টাকার কাভার্ড ভ্যান যশোর থেকে তিন লাখ টাকায় তৈরি করা যায়। এ ছাড়া ম্যাটেরিয়াল বাদে একটি হিনো গাড়ির বডি তৈরির জন্য মজুরি নেওয়া হয় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা। যদিও এতে ওয়ার্কশপ মালিকের ভর্তুকি গুণতে হয় প্রায় ২০ হাজার টাকা। ক্রেতা হাতে রাখার স্বার্থে এ ক্ষতি তারা মেনে নেন। এ ক্ষতি তারা পুষিয়ে নেন মেরামতকাজের লাভ দিয়ে। ওয়ার্কশপ মালিকদের প্রতিযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এ প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে সব জিনিসের দাম বাড়লেও গাড়ির বডি তৈরির মজুরি কমেছে। শুধু নতুন বডি তৈরি নয়; যশোরের অনেক ওয়ার্কশপ গাড়ি রি-মডেলিংয়ের কাজ করে থাকে। অর্থাৎ বডি নষ্ট হয়ে যাওয়া অতি পুরনো জরাজীর্ণ

যশোরে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করছেন পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ

> "যশোরে বেশ কিছু ওয়ার্কশপে ভলবো এবং আর এম-২ এর মতো দামি বাসের বডি তৈরি হচ্ছে। স্থানীয় গাড়ি ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে গাড়ি যশোর আনা হয় ইঞ্জিন, কেবিন, বডি তৈরি ও মেরামত করার জন্য। এ খাতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার বাড়ানো এবং দক্ষ শ্রমিক গড়ে তুলতে পারলে আরো বৃহৎ বাজার সৃষ্টি করা সহজ হবে বলে যশোরের অটোমোবাইল ওয়ার্কশপের সঙ্গে জড়িতরা জানান।"

গাড়ির চেসিসে নতুন করে বডি তৈরি করা হয়। যা ৩০ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত টেকসই হয়। এমনকি রি-মডেলিং করা ১৯৬২ সালের গাড়ি এখনো রাস্তায় চলছে বলে জানালেন যশোর অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন জানায়, যশোরে মোট ১৯০০ ওয়ার্কশপের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৪০ হাজার গাড়ির ইঞ্জিন, বডি, কেবিন ইত্যাদি তৈরি হয়, লেনদেন হয় প্রতি বছর প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। এ খাতের সাথে জড়িত প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক। অন্যান্য জেলার তুলনায় যশোর এ সকল কাজের জন্য প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ খরচ কম হওয়ায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে গাড়ি মেরামত, গাড়ির ইঞ্জিন, কেবিন ও বডি তৈরির জন্য যশোর আনা হয়। ওয়ার্কশপগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনাতনি যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে ফেডেক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু করেছেন।

তথ্য নিয়ে দেখা গেছে, অন্যান্য স্থানের তুলনায় যশোরে গাড়ির বডি তৈরির খরচ ৩০% কম। বর্তমানে

যশোরে বেশ কিছু ওয়ার্কশপে ভলবো এবং আর এম-২-এর মতো দামি বাসের বডি তৈরি হচ্ছে। স্থানীয় গাড়ি ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে গাড়ি যশোরে আনা হয় ইঞ্জিন, কেবিন, বডি তৈরি ও মেরামত করার জন্য। এ খাতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার বাড়ানো এবং দক্ষ শ্রমিক গড়ে তুলতে পারলে আরো বৃহৎ বাজার সৃষ্টি করা সহজ হবে বলে যশোরের অটোমোইল ওয়ার্কশপের সঙ্গে জড়িতরা জানান।

“ পিকেএসএফ’র ফেডেক প্রকল্পে উদ্যোগে যশোরের অটোমোবাইল খাতের বিভিন্ন প্রকারের ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করা হয়। এরপর এ খাতের সঙ্গে জড়িতদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।”

যশোর অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতির কর্মকর্তারা জানান, কাজের মান ভালো হওয়ায় খুলনা, বরিশাল, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জসহ সারা দেশের গাড়ি মালিকরা বডি তৈরি করতে যশোরে আসেন। দুই দশকের ক্রমবিস্তারে বর্তমানে যশোরে ছোট-বড় প্রায় দেড় হাজার অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ রয়েছে। বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৩৫ হাজার মানুষ এ শিল্পের সাথে জড়িত। যশোরের বেশির ভাগ ওয়ার্কশপই গড়ে উঠেছে শহরতলির বকচর ও মুড়লি এলাকায়। পুলেরহাট ও নড়াইল রোড ছাড়াও আট উপজেলায় রয়েছে অনেক ওয়ার্কশপ।

ফেডেক প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার (অটোমোবাইল) মো. সেলিম হোসেন জানান, তিন থেকে চার বছর আগে একটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে যশোরের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা অটোমোবাইলস খাতের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে সাক্ষাৎকারভিত্তিক একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। এরপর জাগরণী চক্রের উদ্যোগে যশোরের অটোমোবাইল খাতের বিভিন্ন প্রকারের ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করা হয়। এরপর এ খাতের সঙ্গে

ফেডেক প্রকল্পের অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

জড়িতদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। সম্ভাবনাময় অটোমোবাইল খাতকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য উদ্যোক্তাদের ৫০ হাজার থেকে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। পাশাপশি উদ্যোক্তা এবং শ্রমিকদের আধুনিক যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয় ও এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দিতে ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সেলিম হোসেন বলেন, একটি গাড়ী তৈরি, সেটিং অথবা মেরামতে একটি অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে ২৫ থেকে ৩০ প্রকারের কাজ কর হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মালিকরা এখন যশোরে কম খরচে গাড়ি মেরামত করিয়ে নিয়ে আসছেন। যশোরে প্রায় ১৮০০ ওয়ার্কশপ আছে। যশোরে বকচরে এখন ভলবো এবং মার্সিডিজ বেঞ্জের মতো অত্যাধুনিক বাসগুলো ফিটিং করা হচ্ছে।

> **"প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ওয়ার্কশপ মালিক/শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইঞ্জিন মেরামতের মানোন্নয়ন করার পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।"**

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন এর পরিচালক মো. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, পিকেএসএফ -এর আর্থিক সহায়তায় জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন যশোরে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ওয়ার্কশপ মালিক/শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইঞ্জিন মেরামতের মানোন্নয়ন করার পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ছে। তেমনি উদ্যোক্তা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

ফেডেক প্রকল্পের প্রশিক্ষনার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও আধুনিক টুলবক্স বিতরণ অনুষ্ঠান

অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয় বৃদ্ধিকরণ ভ্যালু চেইন প্রকল্পের আওতায় অটোমোবাইল শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ মাসের একটি কোর্স সম্পন্ন করেন আমীর হামজা। এরপর তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ছুটতে হয়নি চাকরি নামক সোনার হরিণের পেছনে। সোনার হরিণই তাকে ধরা দিয়েছে। যশোরে অবস্থিত মুসলিম এইড ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি তার মতো একজন দক্ষ ট্রেইনার খোঁজ করছিল অদক্ষ ওয়ার্কশপ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। ডিজেল ইঞ্জিন মেরামতের উপর তিনি প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এখন মাসে ৮ হাজার টাকা বেতনে সেখানে চাকরি করছেন আমীর হামজা। পুরো সংসারের ভার এখন তার কাঁধে। হামজার ছোট বোন আসমা খাতুন যশোরের একটি স্কুলে ৯ম শ্রেণীতে পড়ছে। আমীর হামজা বলেন, নিজে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে না পারলেও ছোট বোনকে নিয়ে তিনি স্বপ্নের জাল বুনছেন। ছোট বোনকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করবেন। আমীর হামজার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক অদক্ষ শ্রমিক আজ দক্ষ হয়ে উঠছে। ওয়ার্কশপের মালিকরা এখন এসব দক্ষ শ্রমিকের বেতন দিচ্ছেন। আগে এসব শ্রমিক পেটে ভাতে ওয়ার্কশপগুলোতে কাজ করতেন। এখন আমীর হামজার একটাই স্বপ্ন, একদিন অনেক বড় হবেন। নিজেই একটি বড় আকারের অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ গড়ে তুলবেন। দক্ষ একজন অটোমোবাইল ট্রেইনার হিসেবে আমীর হামজা যে প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহযোগিতা করেছে সেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জাগরনী চক্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। আমীর হামজা বলেন, পিকেএসএফ'র ফেডেক প্রকল্পের আওতায় অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ উদ্যোক্তা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয় বৃদ্ধিকরণ ভ্যালু চেইন প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের তিনি ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আমার মতো অনেক শ্রমিক আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

আমীর হামজা। পিকেএসএফ'র ফেডেক প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় অটোমোবাইল শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ মাসের শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে নিজেই আজ ট্রেইনার হয়ে উঠেছেন। তিনি এখন পিছিয়ে থাকা ওয়ার্কশপ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। যশোরে অবস্থিত মুসলিম এইড ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এখন মাসে ৮ হাজার টাকা বেতনে সেখানে চাকরি করছেন আমীর হামজা।

যশোরের ভায়না গ্রামের এই তরুণ ২০০৯ সালে এসএসসি পাস করেন। পরে আর্থিক অনটনের কারণে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হওয়ার পরও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি। দরিদ্র পরিবারে ৩ ভাই বোনের মধ্যে আমীর হামজা খুঁজতে থাকেন একটি চাকরি। এসএসসি পাস এই তরুণের চাকুরি নামক সোনার হরিণ ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। একটি কাজ তার দরকারই। ছুটে বেড়ান পুরো যশোর কিন্তু চাকুরি মেলে না। আমীর হামজা বলেন, অবশেষে ২০১১ সালে যশোর মনিহার সিনেমা হলের পাশে পিকআপ স্ট্যান্ডের একটি প্রাইভেট গাড়ির ওয়ার্কশপে ঢুকে পড়লাম। প্রায় এক বছর ওই ওয়ার্কশপে বিনা বেতনে কেবল কাজ শেখার জন্য তাকে পড়ে থাকতে হয়। ২০১২ সালে যশোরের কাজীপাড়ার একটি ওয়ার্কশপে সামান্য বেতনে চাকুরির সন্ধান মেলে তার। তাও ছিল অনিয়মিত। সেখানে ৬ মাস কাজ করেন। পিকেএসএফ'র ফেডেক 'প্রকল্পের আওতায়

যশোরের মোবারককাঠির মো. মোস্তাফিজুর রহমান, যশোর টার্মিনাল এলাকার তপন অধিকারী এবং মুড়লী মোড়ের মো. তুহিন দীর্ঘদিন ধরে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপে শ্রমিকের কাজ করেছেন। তারা ঠিকমত কাজ বুঝতেন না। এ কারণে নামমাত্র পারিশ্রমিক পেতেন তারা। যাতে কোনোভাবেই জীবনধারণ করা সম্ভব ছিল না। পিকেএসএফ'র অটোমোবাইল শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা প্রত্যেকে আজ দক্ষ শ্রমিক হিসেবে গড়ে উঠেছে। বেড়েছে তাদের বেতন। কথা হয় মোবারককাঠির মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে। এই তরুণ জানান, প্রায় ৭ বছর ধরে ওয়ার্কশপের কাজের সঙ্গে জড়িত থাকলেও তেমন কিছুই জানতেন না। প্রশিক্ষণ ছাড়াই কাজ করেছেন তিনি। ভালো কাজ না জানার কারণে উপযুক্ত বেতন মেলেনি মোস্তাফিজের। সম্প্রতি পিকেএসএফ'র ফেডেক প্রকল্পের সহায়তায় আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ নেন তিনি। মোস্তাফিজ আফসোস করে বলেন, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আরো আগে যদি তিনি এই প্রশিক্ষণ নিতে পারতেন; তাহলে অনেক ভালো হতো। তারপর দেরিতে হলেও প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেক উপকৃত হয়েছেন। এখন ওয়ার্কশপে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করেন। বসের বকা শুনতে হয় না তার।

জাগরণী চক্রের আরেক প্রশিক্ষণার্থী তপন অধিকারী বলেন, আধুনিক অটোমোবাইলের প্রশিক্ষণকে তিনি প্রথমে গুরুত্ব দেননি। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তিনি জানতে পারলেন কত সহজে এবং স্বল্প সময়ে

"প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ওয়ার্কশপ মালিক/শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ইঞ্জিন মেরামতের মানোন্নয়ন করার পাশাপাশি আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।"

অটোমোবাইলের কাজ করা যায়। তপন অধিকারী বলেন, আমাদের প্রশিক্ষণটা ১৪ দিনের না হয়ে যদি ৬ মাসের হতো তাহলে অনেক বেশি ভালো হতো। শিক্ষকরা আমাদের হাতে কলমে সুন্দরভাবে কাজ শিখিয়েছেন। প্রায় ৫ মাস আগে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন তপন। প্রশিক্ষণ শেষে ওয়ার্কশপের প্রধান মিস্ত্রির কাছে তার গুরুত্ব বেড়েছে। তপন বলেন, এখন আমরা অত্যাধুনিক বিষয়গুলো বসের সঙ্গে শেয়ার করি। বসরা আমাদের কাজকে এখন গুরুত্ব দেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বসরা আমাদের পরামর্শও গ্রহণ করছেন। তপন বলেন, প্রশিক্ষণ নেওয়ার আগে সপ্তায় ৫০০ টাকা বেতন পেতাম। এখন সপ্তায় ১২০০ টাকা বেতন পেয়ে বেজায় খুশি তপন।

> "আমাদের প্রশিক্ষনটা ১৪ দিনের না হয়ে যদি ৬ মাসের হতো। তাহলে অনেক বেশি ভালো হতো।"

যশোরের মুড়লির আরেক তরুণ মো. তুহিন হোসেন, সম্প্রতি পিকেএসএফ'র অটোমোবাইল শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। দুই বছর আগে তিনি একটি ওয়ার্কশপে কাজ শুরু করলেও তেমন কোনো ধারণাই ছিল না তার অটোমোবাইল সম্পর্কে। প্রশিক্ষণ নিয়ে তুহিন গাড়ির পিস্টনের ট্যাপেট মেলানো শিখেছেন। আগে করতে পারতো না। প্রশিক্ষণ নিয়ে তুহিন এখন করতে পারেন বলে জানান।

সফল অটোমোবাইল উদ্যোক্তা: পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর সহায়তায় Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আওতায় জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন যশোরের বিভিন্ন ওয়ার্কশপে আধুনিক টুল বক্স সরবরাহ করেছে। এর মধ্যে যশোর শংকরপুরের শফিক মোটর ওয়ার্কশপে সর্বপ্রকার টাটা, লিলেন্ড ও বেডফোর্ড গাড়ির ইঞ্জিন মেরামত এবং ইঞ্জিন ওভারহোলিং-এর কাজ করা হয়। এই ওয়ার্কশপের মালিক শফিকুল ইসলাম জানান, তার প্রতিষ্ঠানে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন থেকে ইঞ্জিন

মেরামতের জন্য আধুনিক টুলস দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আগে গিয়ারবক্স দড়ি দিয়ে বাঁশে বেঁধে উঠা-নামানো করতাম। এখন গিয়ারক্স উঠা-নামানোর কাজে ট্রলি ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে যেমন সময় কম লাগছে, শ্রমও কম দিতে হচ্ছে। ট্রলি ব্যবহারের ফলে ঝুঁকিও কমে গেছে। যশোর শংকরপুরের শফিক মটর ওয়ার্কশপের দেখাদেখি প্রতিবেশী অন্যান্য ওয়ার্কশপের মালিকরা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার শুরু করেছেন। আশপাশের যেসব ওয়ার্কশপে আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই তারা শফিক মোটর থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় কাজ সারছেন বলে জানান শফিক মোটর ওয়ার্কশপের মালিকের ছোট ভাই মোস্তাফিজুর রহমান।

যশোর মুড়লী মোড়ের অটোমোবাইল ওয়ার্কশপের উদ্যোক্তা খলিলুর রহমান বলেন, আমি ২৬ বছর ধরে এ পেশায় আছি। অনেক কিছুই জানতাম না। জারগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের এশটি কর্মশালায় গিয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। সেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কত সহজে গাড়ি মেরামত করা যায় তা জানতে পেরেছি। খলিলুর রহমান বলেন, আগে গাড়ি থেকে গিয়ারবক্স নামানোর জন্য চারজন লোক লাগতো। এখন ট্রলি ব্যবহার করে একজনই গিয়ারবক্স নামাতে পারে। এতে সময় ও শ্রম দুইটাই কম লাগছে।

অর্ধশতাব্দী বছর ধরে যশোরে মোটর ওয়ার্কশপের যাত্রা শুরু হলেও এখানে সরকারের কোনো পৃষ্ঠপোষকতা নেই। বর্তমানে এটি বিকাশমান শিল্প হিসেবে দ্রুত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য জেলায়ও। এখানকার শ্রমিকদের বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণ বা তত্ত্বগত জ্ঞান ছাড়াই শ্রমিকরা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এ বিষয়ে অর্জন করেছেন অসাধারণ দক্ষতা। অটোমোবাইল ওয়ার্কশপগুলোর মালিকদের দাবি, ব্যাংক যদি তাদের ঋণ দেয় তা হলে তারা আরও বেশি কাজ করতে পারবেন। একই সঙ্গে তারা দাবি তোলেন, বিদেশ থেকে গাড়ির শুধু চেচিস এনে দেশে তৈরি করা হোক বডি। তাহলে রাষ্ট্রের টাকা সাশ্রয় হবে।

শুধু নতুন বডি তৈরি নয়, যশোরের অনেক ওয়ার্কশপ গাড়ি রি-মডেলিংয়ের কাজ করে থাকে। অর্থাৎ বডি নষ্ট হয়ে যাওয়া অতি পুরনো জরাজীর্ণ গাড়ির চেসিসে নতুন করে বডি তৈরি করা হয়, যা ৩০ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত টেকসই হয়। এমনকি রি-মডেলিং করা

১৯৬২ সালের গাড়ি এখনও রাস্তায় চলছে বলে জানা যায়। যশোর অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জমির হোসেন জানান, কাজের মান ভালো হওয়ায় খুলনা, বরিশাল, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জসহ সারা দেশের গাড়ি মালিকরা বডি তৈরি করতে যশোরে আসেন। চমৎকার ফিনিশিং ও অপেক্ষাকৃত কম খরচে কাজ করতে হলে যশোরের বিকল্প নেই বলে তিনি দাবি করেন। এক কথায় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ট্রান্সপোর্ট ব্যবসাকে গতিশীল রাখতে যশোরের ওয়ার্কশপগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

৮০-এর দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশে হিনো গাড়ি আমদানি শুরু হবার পর থেকে অটোমোবাইল ওয়ার্কশপগুলোর ব্যস্ততা বাড়ে। ঢাকার ড্যান্সো ইঞ্জিনিয়ারিং ও জিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ গাড়ির বডি তৈরি করত। এরপর ইসলাম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান নাভানা মোটরস-এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরে টাটা ও অশোক লেল্যান্ডসহ অন্যান্য কোম্পানির বাস ও ট্রাকের বডি তৈরি ও মেরামত কাজের একটি বড় ক্ষেত্র তৈরি হলে আবদুল মান্নান মিস্ত্রি যশোরে প্রথম অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ তৈরি করেন। এরপর আসেন জাহাঙ্গীর মিস্ত্রি, শাহিন কবীর, সিরাজ বাবু, কামাল হোসেন ও মনোরঞ্জন। তাদের অনুসৃত পথ ধরে পর্যায়ক্রমে আরো অনেকেই গড়ে তোলেন অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ। পরবর্তী দুই দশকের ক্রমবিস্তারে যশোরে ছোট-বড় প্রায় দেড় হাজার অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ রয়েছে। বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪০ হাজার মানুষ এ শিল্পের সঙ্গে জড়িত। যশোরের বেশিরভাগ ওয়ার্কশপই গড়ে উঠেছে শহরতলির বকচর ও মুড়লি এলাকায়। পুলেরহাট ও নড়াইল রোড ছাড়াও ৮ উপজেলায় রয়েছে অনেক ওয়ার্কশপ।

যশোরে বডির পাশাপাশি, ট্রাকের কেবিন, ডালাসহ ডেন্টিং, পেইন্টিংয়ের খুব উন্নতমানের কাজ হয়। এখানকার শ্রমিকরা সব কাজই করে থাকেন ম্যানুয়ালি। হাতুড়ি-ছেনি দিয়েই কোরিয়ান, জাপানিজ, ইন্ডিয়ান গাড়ির বডির আদলে বাস-ট্রাকের বডি ও ক্যাবিন তৈরি করে থাকেন। শুধু চোখে দেখেই তারা যে কোনো মডেলের বডিসহ অন্যান্য অংশ তৈরি করতে সক্ষম। এর জন্য প্রচুর শ্রম ও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। কাটার মেশিন, ভাজ মেশিনসহ অন্যান্য মূল্যবান যন্ত্রপাতি কেনার সামর্থ্য বেশিরভাগ ওয়ার্কশপ মালিকের নেই। এ ছাড়া ফলা, শান পাথর, ওয়েল্ডিং রড, করাত ব্লেডসহ অন্যান্য উপকরণের দাম দ্বিগুণ বেড়েছে। ওয়ার্কশপগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতির সন্নিবেশ ঘটানো গেলে যশোরে বিশ্বমানের গাড়ির বডি তৈরি সম্ভব। এসব মেশিন সংগ্রহ করতে অন্তত ৪০ লাখ টাকা দরকার। ওয়ার্কশপ মালিকরা বিভিন্ন ব্যাংকে ধর্ণা দিলেও তেমন সাড়া পাননি। জনতা ব্যাংক মাত্র ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ দিতে রাজি। চাহিদার তুলনায় যা অত্যন্ত নগণ্য। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো মডেলের গাড়ির বডি তৈরি করে বিদেশে রফতানি করা সম্ভব বলে জানালেন সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা, যা থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। যশোর অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আরও জানান, প্রতি বছর বিদেশ থেকে বাস এবং কাভার্ড ভ্যান বডিসহ আমদানি হয়। এতে সরকারের বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। অথচ সরকার ইচ্ছা করলে তা দেশে তৈরি সম্ভব, যা বিদেশের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। তিনি দাবি করেন, সরকার বডিসহ গাড়ি আমদানি নিষিদ্ধ করে শুধু চেচিস আমদানির অনুমতি দিলে তারা দেশেই ভালো মানের বডি তৈরি করতে পারবেন।

"ওয়ার্কশপগুলোতে আধুনিক যন্ত্রপাতির সন্নিবেশ ঘটানো গেলে যশোরে বিশ্বমানের গাড়ির বডি তৈরি সম্ভব। এসব মেশিন সংগ্রহ করতে অন্তত ৪০ লাখ টাকা দরকার। ওয়ার্কশপ মালিকরা বিভিন্ন ব্যাংকে ধর্ণা দিলেও তেমন সাড়া পাননি। জনতা ব্যাংক মাত্র ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা ঋণ দিতে রাজি।"

'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০'-এর আওতায় এ অঞ্চলে অটোমোবাইল শিল্পাঞ্চল স্থাপনের দাবি জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যে এ-সংক্রান্ত পৃথক দুটি প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন
জেসিএফ ভবন, ৪৬ মুজিব সড়ক, যশোর, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-৪২১-৬৮৮২৩, +৮৮০-৪২১-৬১৯৮৩; ফ্যাক্স: +৮৮০-৪২১-৬৮৮২৪
ই-মেইল: jcjsr@ymail.com, jcfmfi@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.jcf-bd.org